(xv) "জীবন মধুর! মরণ নিঠুর—তাহারে দলিব পায়,
যত দিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায়!"
—মোহিতলাল।

## ২। (ঘ) অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক

উপমানে কোনো অসম্ভব ধর্মের কল্পনা ক'রে যদি সেই অসম্ভব ধর্মযুক্ত উপমানটিকে উপমেয়ে আরোপ করা হয়, তবে এই অলঙ্কার হয়।

(i) "বয়ন শরদসুধানিধি **নিষ্কলঙ্ক**"—জ্ঞানদাস।

—(রাধার) বদন শরচ্চন্দ্র; কিন্তু চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, রাধামুখে নাই। চাঁদের পক্ষে নিষ্কলঙ্ক হওয়া তো সম্ভব নয়; তবু কবি এই অসম্ভবকে কল্পনা ক'রেই 'নিষ্কলঙ্ক' চাঁদকে আরোপ করেছেন রাধার 'বয়ন' (বদন)-এ।

(ii) "ও নব জলধর অঙ্গ;
ইহ **থির** বিজুরীতরঙ্গ।"—গোবিন্দদাস।

—'ও অঙ্গ' কৃষ্ণ, 'ইহ' রাধা। বিদ্যুৎতরঙ্গকে স্থির (থির) কল্পনা ক'রে তবে রাধায় আরোপ করা হয়েছে।

(iii) "নাহি কালদেশ তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি **অচপল** দামিনী" —রবীন্দ্রনাথ।

(iv) "অপরূব পেখনু রামা
…**হরিণহীন** হিমধামা"—বিদ্যাপতি।
(হরিণ=কলঙ্ক; হিমধামা=চন্দ্র; রামা=রাধা)

(v) "**থির বিজুরী** নবীনা গোরী পেখনু ঘাটের কূলে"
—চণ্ডীদাস।

## ৩। উল্লেখ

বহু গুণ থাকার জন্য একই বস্তু যদি (ক) বিভিন্ন লোকের দ্বারা বিভিন্ন-ভাবে গৃহীত হয় অথবা (খ) একই লোক যদি তাকে বহু দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখে তাহ'লে **উল্লেখ অলঙ্কার** হয়। লক্ষ্য অবশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি।

(ক) (i) 'হে তন্বী, ভোগীর তুমি কামনার ধন,
তপস্বীর বিভীষিকা, কবির স্বপন।'—শ. বন্ধু মিত্র।

'তন্বী' বিভিন্ন ব্যক্তির (ভোগী, তপস্বী, কবি)

(খ) (ii) 'মহিমায় মহাসিন্ধু, গৌরবে উন্নত।'—দীনবন্ধু মিত্র।
তেজে বজ্র তুমি, রাজা, স্নেহে **বিনার** (বা মোগলের রাজলক্ষ্মী।)

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। সম্ভাবনার (উৎকট এবং ককোটিক সংশয়ের) ভাব—এই কথাটি মূল্যবান্। নং

(i) "এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরষা,
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা
গীতময় তরুলতিকা—
**শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে**
**ধ্বনিয়া তুলেছে মন্ত্রমদির বাতাসে**
**শতেক যুগের গীতিকা।**"—রবীন্দ্রনাথ।

—ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা এসেছে। বিশ্বে আনন্দগান বেজে উঠেছে। এত গভীর, এত বিপুল, এত ব্যাপক সে সঙ্গীত যে **মনে হচ্ছে যেন** যুগ-যুগান্তরের সংখ্যাহীন কবি একসঙ্গে যুগযুগান্তরের গান ধ্বনিত ক'রে তুলেছেন। **'যেন'-র ভাবটি অর্থে পাওয়া যাচ্ছে ব'লে অলঙ্কার এখানে প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা।** আরোপ অসম্ভব ব'লে এখানে রূপক হ'তে পারে না; বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের ('দৃষ্টান্ত' দ্রষ্টব্য) অভাবে 'দৃষ্টান্ত' হবে না, বিষয়নিগরণের (swallowing up of the উপমেয় by the উপমান) অভাবে অতিশয়োক্তি হবে না।

(ii) "মোগল-শিখের রণে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে—
দংশনক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গসনে।"—রবীন্দ্রনাথ।

(iii) "নির্বিষ সর্পের
ব্যর্থ ফণা-আস্ফালন, নিরস্ত্র দর্পের
হুহুংকার।" —রবীন্দ্রনাথ।

(iv) "লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে" —রবীন্দ্রনাথ।

—সুন্দরী স্নানের জন্য সরসীতে নেমেছেন, কটির মেখলাখানি খুলে শিলাতলে রেখে গেছেন। সেখানে সে নিঃশব্দে প'ড়ে আছে। কবি বলছেন তার মৌনভাবের কারণ অপমান, যেহেতু তার মহিমময় আসন সুন্দরীর কটিতট হ'তে সে বিচ্যুত হয়েছে। কিন্তু মেখলার অপমানবোধ তো সম্ভব নয়, তাই উৎপ্রেক্ষা (যেন অপমানে মৌন)।

সাহিত্যদর্পণে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার যে উদাহরণটি রয়েছে তার অর্থ—'তন্বীর স্তনদুটি মুখ প্রকাশ করছে না, গুণী হারকে স্থান দেওয়া হয় নাই এই লজ্জায়।' বিশ্বনাথ বলছেন, স্তনের পক্ষে লজ্জা তো সম্ভব নয়, তাই যেন লজ্জায় বুঝতে হবে ; কাজেই প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা। একটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষার উদাহরণও এইরকম :—

'এই সেই স্থান, সীতা, যেখানে তোমার অন্বেষণ করতে করতে তোমার চরণচ্যুত একখানি নূপুর আমি মাটিতে প'ড়ে থাকতে দেখেছিলাম ; নূপুর ছিল মৌন, যেন তোমার চরণারবিন্দবিরহব্যথাতেই সে মৌন হ'য়ে ছিল' ( "সৈষা স্থলী যত্র বিচিন্বতাং ত্বাং দৃষ্টং ময়া নূপুরমেকমুর্ব্ব্যাম্। অদৃশ্যত ত্বচ্চরণারবিন্দ-বিশ্লেষদুঃখাদিব বদ্ধমৌনম্"—রঘুবংশ )।

(v) "ওই দেখ সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্য্যাস্তের মূর্ত্তি। কোন্ আগুনের পাখী মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে।"—রবীন্দ্রনাথ।

(vi) "সহজহি আনন সুন্দর রে ভঁউহ সুরেখলি আঁখি।
পঙ্কজমধু পিবি মধুকর রে উড়ইত পসারএ পাঁখি।"
—বিদ্যাপতি।

—( রাধার ) সহজসুন্দর মুখ, ভ্রূরেখাযুক্ত নয়ন। ( মনে হয় ) পদ্মের মধুপান ক'রে ভ্রমর উড়ে যাবে ব'লে পাখনা মেলে দিয়েছে। 'মনে হয়' প্রকাশিত নয়, অর্থে এ ভাবটি রয়েছে।

(vii) "সারসন মণিময় ; কবচ খচিত
সুবর্ণে ;—মলিন দোঁহে ; সারসন, স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি।—কবচ, ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগ।" —মধুসূদন।

( সারসন, কবচ, সরু কটি, সু-উচ্চ কুচযুগ সুন্দরী প্রমীলার )

—সারসন, কবচ তাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং বর্ত্তমানে যে স্থান হ'তে তারা বিচ্যুত সেই সরু কটি এবং সু-উচ্চ কুচযুগের কথা ভেবেই যেন মলিন। আমাদের চতুর্থ (iv) উদাহরণটি এরই অনুরূপ।

(viii) "বাইরে আলো, দুষ্ট ছেলে—
মাঠে মাঠে বেড়ায় খেলে—

ধরায় নয়ন ভরে স্বপন-আবেশে,
হেথায় আলো, লক্ষ্মী-মেয়ে—
করুণ চোখে রয় সে চেয়ে,
যায় কি পারা থাকতে ভালো না বেসে !"

—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

('হেথায়' = কারাগারে)

## ৬। ভ্রান্তিমান্

সাদৃশ্যবশতঃ একবস্তুকে অপরবস্তু ব'লে যদি ভ্রম হয় এবং সেই ভ্রম যদি সাধারণ না হ'য়ে কবিকল্পনায় চমৎকারিত্ব লাভ করে, তাহ'লে হয় **ভ্রান্তিমান্** অলঙ্কার।

(রাত্রিতে দড়িকে সাপ ব'লে ভুল করলে অলঙ্কার হয় না, যেহেতু এটি সাধারণ ভ্রম।)

এ অলঙ্কারে ভ্রম বা ভ্রান্তিটি যে করে সে না জেনেই তা করে। উপমেয়কে উপমান ব'লে ভুল করা মোটেই ইচ্ছাকৃত নয়, কোনো কারণবশতঃ (কারণ 'সাধর্ম্ম্য'—Similarity of attributes) আপনিই তা সিদ্ধ হ'য়ে যায়।

(i) "দেখ সখে উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি-
প্রতিবিম্ব করি দরশন,
জলে কুবলয়ভ্রমে বার বার পরিশ্রমে
ধরিবারে করিছে যতন।"

—কমলনয়না সুন্দরী জলে আপন নয়নের প্রতিবিম্ব দেখে তাকে সত্যকার পদ্ম ব'লে ভুল ক'রে বার বার তাকে ধরবার চেষ্টা করছে। এই মধুর ভ্রান্তিই এখানে অলঙ্কারের সৃষ্টি করেছে। চোখের সঙ্গে উৎপলের সাদৃশ্যই এই ভুলের মূলে রয়েছে।

(ii) 'নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামে নিরখিয়া
ময়ূর নীরদভ্রমে উঠিল নাচিয়া।'—শ. চ.

(iii) "শোভিলা আকাশে
দেবযান ; সচকিতে জগৎ জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে

উদিলা [illegible] ফিঙা, আর পাখী যত…
বাসরে [illegible] শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে।"—মধুসূদন।

—অর্থে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে দেবযান অর্থাৎ ইন্দ্রের পরমজ্যোতির্ময় রথকে সকলেই সূর্য্য ব'লে ভুল করেছে। সংশয় নয়, একেবারে ভুল। কাজেই এটিকে উৎপ্রেক্ষা বলা চলবে না, বলতে হবে ভ্রান্তিমান্। তৃতীয় পঙ্‌ক্তির 'বুঝি' শব্দটি থেকে উৎপ্রেক্ষা ব'লে মনে হ'তে পারে। শব্দটির প্রয়োগ অনুচিত হয়েছে। 'ভাবি' আর 'বুঝি' এদুটি যেন পরস্পরবিরোধী। আমার মতে 'বুঝি'-সত্ত্বেও এখানে উৎপ্রেক্ষা বলা চলবে না; কারণ, সংশয় যত প্রবলই হোক না কেন, তবু সে সংশয়। এখানে সকলে জেগে উঠেছে এবং যে যার কাজ আরম্ভ করেছে বা করতে যাচ্ছে। একেবারে ভুল না হ'লে এ সম্ভব হয় না। 'বুঝি'-কে শুধু দুর্ব্বল নয়, নিরর্থক ব'লে ধরতে হবে। একটা কথা —'বুঝি'-কে অব্যয় না ধ'রে 'বুঝিয়া' ধরলে তো ভাবিয়া বুঝিয়া একার্থক হ'য়ে যায়। সে ক্ষেত্রে সহজেই ভ্রান্তিমান্ হয়।

"দেবর্ষি নারদ সন্ধ্যাকালে
শাখাসুপ্ত পাখীদের সচকিয়া জটারশ্মিজালে…"—রবীন্দ্রনাথ।

—ঋষির জটার ছটায় ঘুমন্ত পাখীরা চমকে উঠেছে; কিন্তু তাদের কোনো ভ্রান্তির আভাস এখানে নাই। কাজেই এটি ভ্রান্তিমানের উদাহরণ নয়।

(iv) "ফুয়ল কবরী উরহি লুঠাওত
কোরে করত তুয় ভানে।"—জ্ঞানদাস।

—হে কৃষ্ণ, আলুলিত ('ফুয়ল') কৃষ্ণকুন্তল রাধার বুকে লুটিয়ে পড়েছে। রাধা ওই কালো কুন্তলকে তাঁর নবঘনশ্যাম কৃষ্ণ ভেবে কোলে (কোরে) করছেন।

(v) "আঁখিতারা দুটি বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি।
নীলপদ্ম ভাবি লুবুধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি॥"—চণ্ডীদাস।

(vi) "ষট্‌পদগণ কটমদলোভে গণ্ডে তাদের বসে,
উৎপল-ভ্রমে নৃত্যবিত্ত শিখীর কলাপে পশে।"
—কবিশেখর কালিদাস রা—ও